দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়াছে

বহিরাগতদের আনাগোনা এবার সদর দরজা দিয়া নয়, বিকল্প পথে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ দীর্ঘ ২০ দিন পর গতকাল (সোমবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হইয়াছে। এদিকে আবাসিক হলসমূহে বহিরাগত মুক্ত অভিযান পুরাপুরি কার্যকর হইতেছে না। বহিরাগতরা মূল প্রবেশ গেট বাদ দিয়া বিকল্প পথে হলে আগমন-নির্গমণ করিতেছে। জগন্নাথ হলের উদয়ন স্কুলের পার্শ্বস্থ প্রাচীর টপকাইয়া এবং মুহসীন হলের নীচতলার ১০৩ নম্বর কক্ষের গ্রীল ভাঙ্গিয়া বহিরাগতরা হলে আসা-যাওয়া করিতেছে। অপর কয়েকটি হলেও বহিরাগতরা বিকল্প পথ তৈরী করিয়াছে। হলসমূহের গেটে পুলিশের উপস্থিতিতে প্রভোষ্ট ও হাউজ টিউটররা ছাত্রদের পরিচয়পত্র নিরীক্ষণের মাধ্যমে হলে প্রবেশ করাইতেছেন। হলসমূহে বহিরাগতদের অবস্থান পূর্বের ন্যায় হওয়ার কারণে কিছু সাধারণ ছাত্র গতকাল সাংবাদিকদের নিকট ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে। এদিকে গতকাল সূর্যসেন হলে ছাত্রদল টাঙ্গাইল গ্রুপের কর্মীদের হাতে প্রতিপক্ষ গ্রুপের কর্মী আলম প্রহৃত হইয়াছে। ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে আলম প্রহৃত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনে গতকাল ছাত্রদল, কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ও ছাত্রলীগ (কা-চু) পৃথকভাবে মিছিল (২য় পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

সমাবেশ করে। ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে ডাকসু ভবনের সম্মুখের সমাবেশে বলা হয়, ক্যাম্পাসে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্রদল অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। সমঝোতা-চুক্তি যদি ভঙ্গ করা হয় এবং ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের উপর হামলা হইলে সর্বাত্মক আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হইবে। সমাবেশে দলের নেতা শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, নাসিরউদ্দিন পিন্টু, মঞ্জুরে এলাহীসহ বন্দী সকল নেতা-কর্মীর মুক্তিদাবী করা হয়।

সমাবেশে দলের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুল খালেক, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন নবী সোহেল, ছাত্রনেতা সাহাবুদ্দিন লাল্টু, মোশাররফ হোসেন, হেলেন জেরিন খান, মনির হোসেন, জাকির আহমদ বাবলু, নুরুল হক জিতু, সারোয়ার হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের সমাবেশে বলা হয়, এখন হইতে ছাত্রঐক্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সন্ত্রাসীদের উচ্ছেদ করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিবে। সন্ত্রাসীদের ছাড় দেওয়া চলিবে না। নেতৃবৃন্দ ছাত্রদল ও ছাত্রলীগকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, সন্ত্রাসীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন না। কলাভবন গেটে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ছাত্রনেতা ওবায়দুর রহমান চুন্নু, নুরুল ইসলাম ও কামাল হোসেন বুলবুল বক্তৃতা করেন।

ছাত্রলীগের (কা-চু) সমাবেশে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান হয়।